‘র’ এ রিকশা

- জাকিয়া আফরিন

‘র’ এ রক্ত, ‘র’ এ রবীন্দ্রনাথ, ‘র’ এ রাজনীতি- তবে সবার আগে ‘র’ এ রিকশা। লাল, হলুদ, কমলার ঘন অসম্ভব মিশাল দিয়ে তৈরী ‘মায়ের দোয়া’ অথবা ববিতার হাসিমুখে দাতের ঝিলিক দেখানো ছবি অঙ্গে ধারন করে তুফানের গতিতে ছোটা রিকশা। কানে বাজে মৌসুমী ভৌমিকের মিষ্টি এবং দৃঢ় স্বর ‘ছেলে বেলার শহর আমায় ডাকে, হাওয়ায় হাওয়ায় মায়ের গন্ধ থাকে’। সেই শহরে মায়ের পাশে বসে রিকশায় ঘুরে বেড়ানো দেয় অন্য ভুবনের স্বাদ। তাই ‘র’ এ প্রথমেই রিকশা।

রিকশার সাথে ওতোপ্রতোভাবে জড়ানো যার অস্তিত্ব- রিকশা ওয়ালা। নগর বাউল জেমসের জনপ্রিয়তার আগে স্বাভাবিকতায় গাওয়া সেই গান এখনো মানায় তাকে ভাল-‘রিকশা ওয়ালা/ চাকা না চললে কাটবে উপোস বেলা’। কমলাপুরে বস্তির সেই নারী- সন্তান জন্মদিয়ে ২২ দিনের মাথায় যে রিকশা নিয়ে নেমে

পড়েছিল রাস্তায় - তার কথাও মনে পড়ে। জীবিকার প্রয়োজনে প্রকৃতির দাবী হার মেনে গিয়েছিল তার কাছে। আরও মনে পড়ে- আনোয়ার ভাই এর কথা। সমাজতান্ত্রিক লিটল ম্যাগাজিন পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যিনি রিকশা চালাতেন। একটু ভালো পোশাক আর চশমা পড়িয়ে দিলে তাকে দেখাতো ঠিক প্রাইমারী স্কুলের মাস্টারমশাই এর মতো। রিকশা তাই কখনো কখনো জলজ্যান্ত মানবরূপ ধারন করে মাথার ভেতর।

রিকশা মানেই তো যুক্তি। দামী, জৌলুষমুখর, প্রানহীন, বিদেশী গাড়ীর সঙ্গে তার কি তুলনা? কারাগারের বন্ধন নয়, রিকশা দেয় প্রকৃতির সাথে সরাসরি মেলামেশার সুযোগ। বৃষ্টির মিষ্টি চুমো, রোদের ঝাঝালো খররদারি আর বাতাসের বাঁধ না মানা আলিঙ্গন- শুধু রিকশাতেই। তাই তো পরিবেশ দূষনের কোন দায় নেই রিকশার মাথায়। যে বাহারি যান ব্যবহারে আমাদের জলবায়ু হয়ে উঠছে বিষাক্ত; তারই হল জয়জয়কার। আমরা ক্রমশ নিজেদের বন্ধ করে ফেলছি চার দেয়ালের বদ্ধতায়। আমাদের সন্তানেরা আজ ঢাকা শহরে মুক্ত নিঃশ্বাসের গল্প শোনে কি শোনে না। প্রযুক্তির হাতছানি ওদের শৈশবকেও ডাকাতি করে ফেলল বোধ হয় !

রিকশায় বন্ধুর পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা, বোনের সাথে গান গল্প আর ভাইয়ের সাথে চটপটি খাওয়া। ঢাকা শহরে ছোয়া যাওয়া কৃষ্ণচুড়ার সৌন্দর্য- সে তো কেবল রিকশা থেকেই উপভোগ করা যায়। গতির পেছনে ছুটে হারিয়ে ফেললাম জীবনের পথটাই। এখন আর ঢাকা গিয়ে রিকশায় বেড়ানো সম্ভব হয় না। রাস্তায় অহেতুক ভীড় বাড়ানোর অপরাধে রিকশা শাস্তিপ্রাপ্ত। ছোট ছোট অলি গলি ঘুরে সাজা খাটছে রিকশাওয়ালা। নিজেকে পঙ্খীরাজ মনে করে উড়াল দেওয়ার ডানা তার ভাঙ্গা- মুখ থুবড়ে আহত হয় প্রায়শই। একাকী প্রবাসে তাই আনিসুল হকের 'বৃষ্টি ও রিকশা' দেখে চোখ জুড়াই। পৃথিবীর নিষ্ঠুরতা, প্রিয়জনের অবহেলা আর ভবিষ্যতের বিশ্বাসঘাতকতা ভুলতে ডুব দেই স্বপ্ন-ঘুমে দেখি- দৈনন্দিন আবর্জনা দু'পাশে ফেলে রেখে খোলা বাতাসে রিকশা আমায় নিয়ে ছুটে চলছে সেই ধরা না দেয়া সোনার হরিণের পেছনে। 'আমি আছি সুখে হাস্য মুখে, দুঃখ আমার নাই'- নিজেকে বারবার বোঝাই।